ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সত্যি কি সালমানের সঙ্গে অতীতের তিক্ততা কমেছে ঐশ্বরিয়ার?

পৃঃ ৫

এক শর্তে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবেন মেসি!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১২ ● কলকাতা ● ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কামদেবপুর হাটের জন্যই

খুন পঞ্চায়েত প্রধান?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভরসন্ধ্যায় যখন মানুষের উপস্থিতিতে গমগম করছে বাজার, তার মধ্যেই বোমা মেরে পালিয়ে যায় কেউ বা কারা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে রাতেই মৃত্যু হয় উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডলের। খুনের প্রকৃত কারণ এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট না হলেও বেশ কতগুলি দিক উঠে আসছে। তার মধ্যে অন্যতম কামদেবপুর হাট।পুলিশের অনুমান রূপচাঁদ মণ্ডলকে চিহ্নিত করে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বোমা মারা হয়েছে। দুজন দুষ্কৃতী রূপচাঁদকে অনেকক্ষণ ধরে নজরে রেখেছিল বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। তারপর রাস্তার এক প্রান্তে ফাঁকা জায়গায় দেখতে পেয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। এরপর রূপচাঁদ মণ্ডলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় উত্তেজনা বাড়ে। রূপচাঁদের অনুগামীরাও বোমা মারতে শুরু করেন বেশ কয়েক জায়গায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রাতেই পুলিশ সব বোমা উদ্ধার করে। রাতেই পুলিশ রূপচাঁদের শরীর থেকে পড়ে থাকা রক্তের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠায়। এদিকে, যে জায়গা দিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, সেখানেও পড়ে রয়েছে বোমা।

এরপর ৩ পাতায়

পঞ্চায়েত ভোটে নিহতদের পরিবারের এক জন করে

চাকরি পাবেন, প্রস্তাব পাশ রাজ্য মন্ত্রিসভায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটে যাঁরা রাজনৈতিক সংঘর্ষে মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারের এক জন সদস্যকে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভা। শুক্রবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত জুলাই মাসে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এই বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, "সাহায্যের ক্ষেত্রে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি কোনও ভেদাভেদ হবে না। মৃতদের পরিবারকে আমরা দু'লক্ষ টাকা করে দেব। হোমগার্ডের চাকরিও দেওয়া হবে।" মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, ১৯ জন নয়, বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটে হিংসায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। গত ১৯ অক্টোবর কলকাতা হাই কোর্টে এ সংক্রান্ত একটি মামলায় রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসায় নিহত ৩২ জনের পরিবারকে তখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তে শুক্রবার আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেওয়া হল।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত ভোটে নিহতদের পরিবারের এক জন করে সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশের পর গত ১৯ জুলাই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, "ভোট-হিংসায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের সকলের পরিবারের জন্য দুঃখিত। আমি সমব্যথী। পুলিশকে ফ্রিহ্যান্ড দিচ্ছি। উপযুক্ত পদক্ষেপ করুন। আমরা দু'লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করছি। ভোট হিংসায় ১৯ জন মৃত। তার মধ্যে ১০-১২ জন আমাদেরই। ভোটের দিন সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে চার জন তৃণমূলের। বাকি তিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক।"

পশ্চিম এশিয়ার ঘটনা থেকে

নতুন চ্যালেঞ্জ উঠে আসছে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা জরুরি', আবেদন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত আয়োজিত গ্লোবাল সাউথ সামিটের আয়োজন শুরু হয়েছে। জি-২০ সামিট আয়োজনের পর এই সম্মেলন ভারতের কূটনীতির অধ্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দ্বিতীয় ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সময়, তিনি বলেছিলেন যে ভারত যখন গত বছরের ডিসেম্বরে জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিল, তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির কণ্ঠস্বর প্রচার করা আমাদের অগ্রাধিকার হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আমরা সবাই দেখছি যে পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের ঘটনা থেকে নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হচ্ছে। ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে জঙ্গি হামলার নিন্দা জানিয়েছে ভারত। আমরাও সংযম করেছি। আমরা সংলাপ ও কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছি। আমরা ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘর্ষে বেসামরিক মৃত্যুর তীব্র নিন্দা করছি। প্যালেস্তাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে কথা বলার পর আমরা প্যালেস্তাইনের জনগণের জন্য মানবিক সাহায্যও পাঠিয়েছি। এই সময়ই গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোকে বৃহত্তর বৈশ্বিক

এরপর ৩ পাতায়

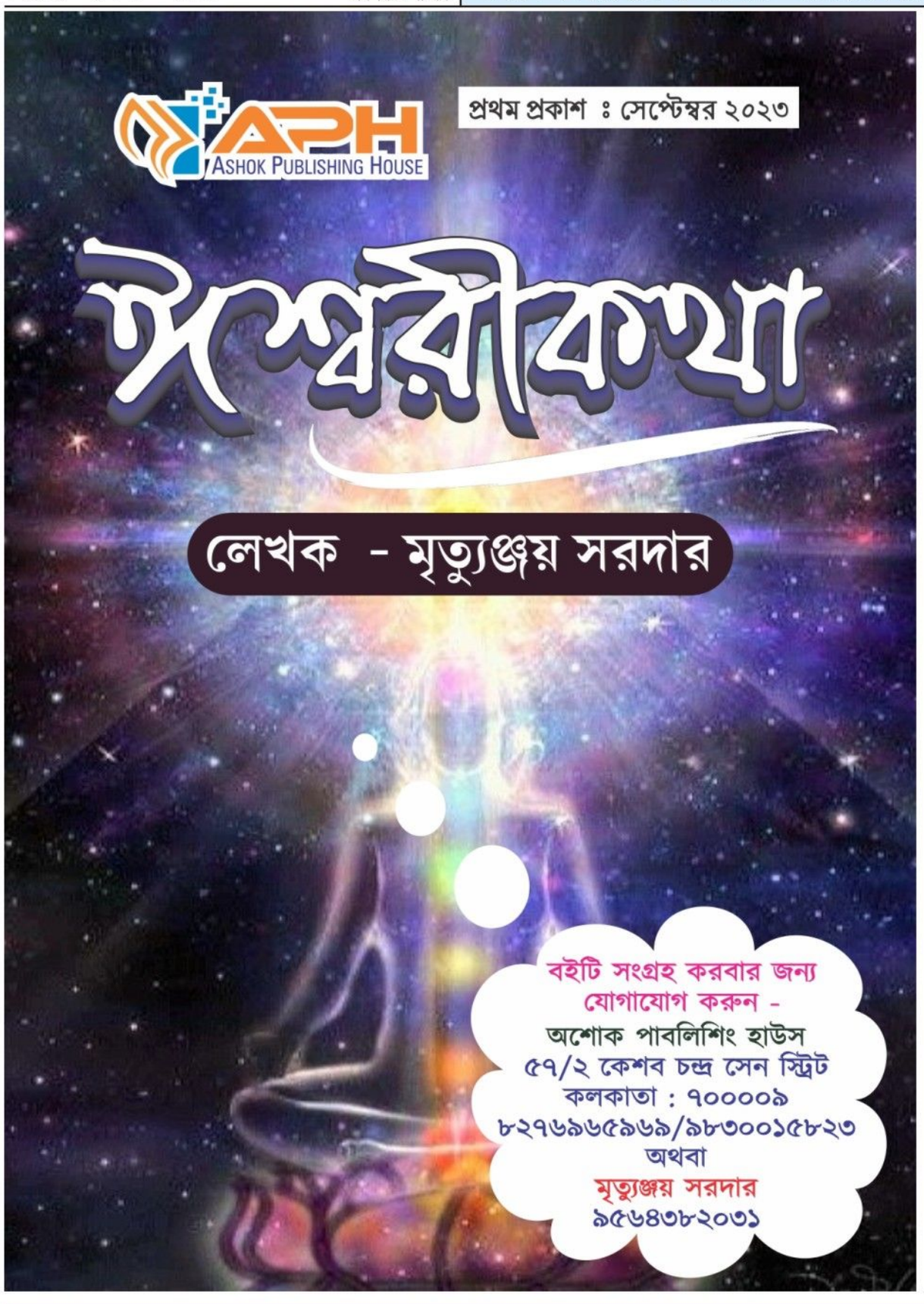

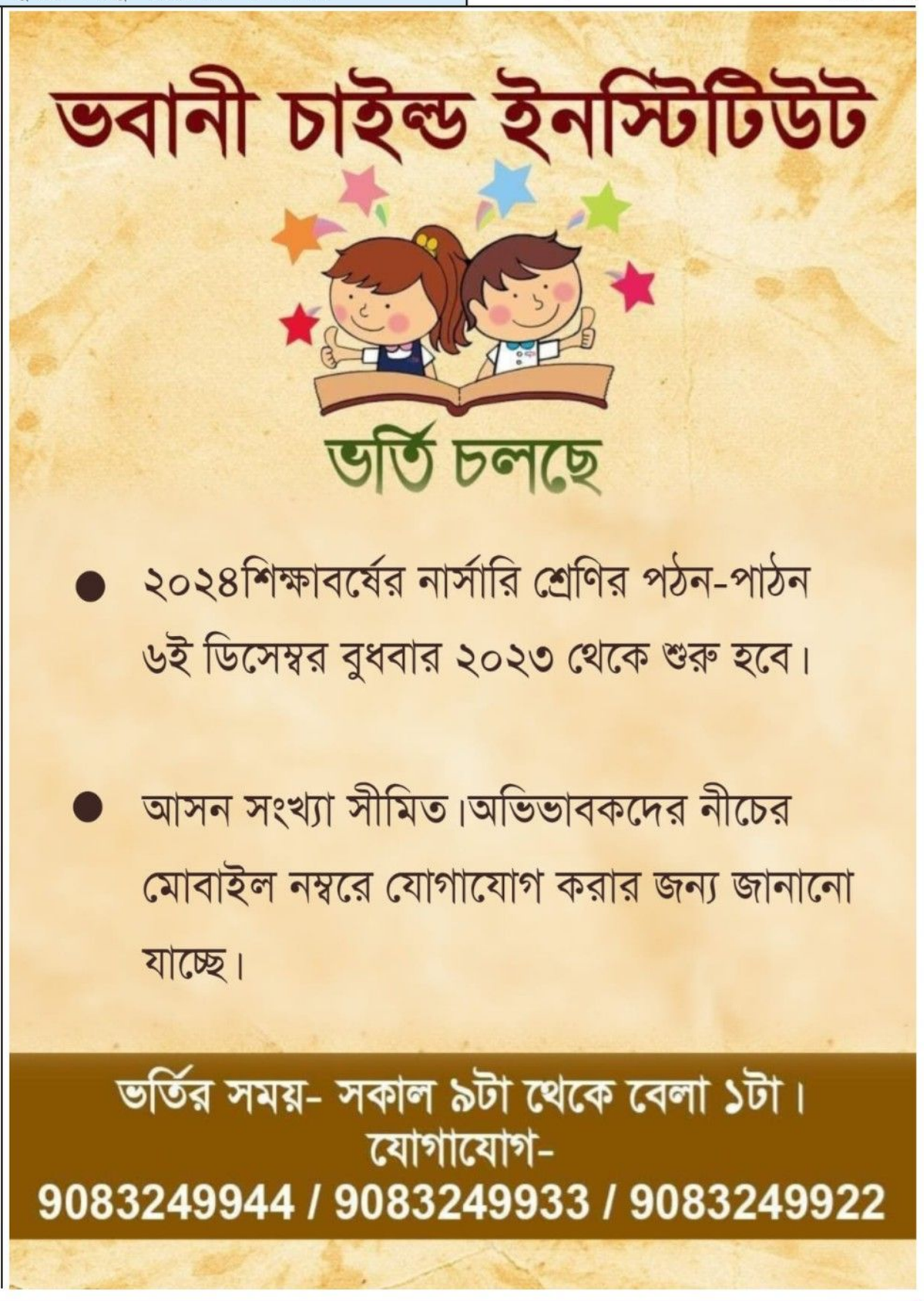

মাইক্রোসফট এবং এর পুরস্কার বিজয়ী

গ্লোবাল ট্রেনিং পার্টনার (জিটিপি), টেক আভান্ত-গার্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা বিভাগের সাথে অংশীদারিত্বে পশ্চিমবঙ্গের ১০১,৪৬৪ জন সরকারি শিক্ষকের ডিজিটাল দক্ষতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে

16th November,2023, West Bengal, Kolkata: নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ সরকার গর্বিতভাবে ১০১,৪৬৪ জন শিক্ষকের উৎসর্গ এবং প্রতিশ্রুতি কে স্বীকৃতি দেয় যারা সফলভাবে মাইক্রোসফট এডুকেটর (ME) প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রোগ্রামটিতে হাইব্রিড লার্নিং ৩.০, ২১ তম সেঞ্চুরি লার্নিং টুলস ফর এডুকেটরস, মাইক্রোসফট ৩৬৫ টুলস এবং সোশ্যাল কানেক্টের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এটি একটি নিবিড় শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম যা রাজ্যে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর লক্ষ্য করে এবং এটি হাইব্রিড শিক্ষার দিকে একটি পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতের প্রথম রাজ্য যে এক লক্ষেরও বেশি শিক্ষককে ডিজিটাল দক্ষতায় প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র দেয়। এটি হল বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত প্রস্তুত করার প্রথম পদক্ষেপ।

রাজ্যটি ১৬ই নভেম্বর শিক্ষকদের জন্য একটি গ্র্যাজুয়েশন ডে অনুষ্ঠান ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত যারা সফলভাবে ডিজিটাল স্কিল কোর্স সম্পন্ন করেছেন মাইক্রোসফট এডুকেটর (এম ই)। এই ইভেন্টটি কেবল রাজ্যের নয়, সারা দেশের অনেক শিক্ষককে ডিজিটালভাবে দক্ষ হতে উৎসাহিত করবে। সচিব, স্কুল শিক্ষা দফতর এবং রাজ্য প্রকল্প পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন - শ্রী শুভ্রা চক্রবর্তী (আইএএস) বলেন, "শিক্ষক হল শিক্ষার প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার; তারাই রাষ্ট্রে পরিবর্তন আনে। এটি আমাদের শিক্ষকদের ডিজিটাল দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো উদ্ভাবকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিক্ষার একটি নতুন যুগের সূচনা করবে"।

ডাঃ ভিনি জোহরি, সিনিয়র শিক্ষা শিল্প উপদেষ্টা, বিশ্বব্যাপী পাবলিক সেক্টর, মাইক্রোসফট, বলেন, "আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি গ্রহণে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের নিষ্ঠা দেখে আমি রোমাঞ্চিত। এই উদ্যোগ শিক্ষার ভবিষ্যত গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

অলি সাইট, সিইও টেক অবন্ট -গার্ডে, বলেন, "১০১,৪৬৪ জন শিক্ষকের স্বীকৃতি জ্ঞানের জগতে উন্নীত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। টিএ জি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা মানসম্মত শিক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের প্রতীক। আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করার মাধ্যমে, আমরা একটি নতুন শৈলীর শিক্ষা তৈরি করছি যা সহস্রাব্দ ধরে চলবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল সমাজে পরিণত হবে।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও প্রতি জেলায় একটি করে স্কুলকে হাইব্রিড স্কুল হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভাবছে যাতে মানসম্মত শিক্ষা রাজ্যের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাইক্রোসফট এবং টেক অবন্ট -গার্ডে এই প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করা এবং স্নাতক হওয়া শিক্ষকদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমরা আশা করি আরও অনেক শিক্ষক অনুপ্রাণিত হবেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অব্যাহত সাফল্য এবং অগ্রগতির অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ডিজিটাল দক্ষতার যাত্রা শুরু করবেন।

ইডি কি আসল অপরাধীদের ধরবে?

প্রশ্ন অধীর চৌধুরীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে কাঠগড়ায় বার বার তুলছেন অধীর চৌধুরী। শুক্রবারও তার কথায় সেই ঝাঁঝই থাকল। জয়নগর থেকে আমডাঙায় খুনের ঘটনা তার মুখে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকেও নিশানা করেছেন বহরমপুরের সাংসদ। ভারতবর্ষে টাকার দাম কমে যাচ্ছে। রফতানি করতে সস্তা হচ্ছে। বিশ্বের বাজারে তেলের দাম ওঠানামা নতুন কিছু নয়। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জিনিসের দাম বৃদ্ধি হতেই পারে। লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদী হারলে দাম কমার সম্ভাবনা আছে। এমনই মনে করছেন অধীর।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি পুরসভাতে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে। দাবি করেন অধীর চৌধুরী।জয়নগরে পুলিশ অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে যেতে দিচ্ছে না। এদিন অধীর বলেন, "এটা কিছুই না।পুলিশ জানে যে বাইরে নেতানেত্রীরা যখন প্রবেশ করবে,

এরপর ৩ পাতায়

গ্রীনওয়াশিং আর নয়: এএসসিআই বিজ্ঞাপনে

পরিবেশগত দাবির জন্য খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তাব করেছে

Kolkata, ১৬ই নভেম্বর, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) "পরিবেশগত/সবুজ দাবি" এর উপর বিস্তৃত খসড়া নির্দেশিকা উন্মোচনের মাধ্যমে পরিবেশগত বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বাড়ানোর দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। খসড়া নির্দেশিকাগুলি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, পরে সেগুলি চূড়ান্ত করা হবে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সহ একটি মাল্টি-স্টেকহোল্ডার টাস্ক ফোর্স দ্বারা উন্নীত, এই নির্দেশিকাগুলির লক্ষ্য হল বিজ্ঞাপনগুলি গ্রীনওয়াশিং অনুশীলন থেকে মুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করা। খসড়া নির্দেশিকা সত্য এবং প্রমাণ-ভিত্তিক পরিবেশগত দাবি উপস্থাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে একটি স্পষ্ট কাঠামো স্থাপন করে।

পরিবেশগত দাবিগুলির মধ্যে এমন দাবি অন্তর্ভুক্ত করেছে যা পরামর্শ দেয় বা এমন একটি ধারণা তৈরি করে যে একটি পণ্য বা পরিষেবা যা পরিবেশের উপর নিরপেক্ষ বা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, একই পণ্য বা পরিষেবা বা একটি প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের পূর্ববর্তী সংস্করণের তুলনায় পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর, বা নির্দিষ্ট পরিবেশগত সুবিধা রয়েছে।

পরিবেশগত/সবুজ দাবিগুলি স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত হতে পারে। তারা বিজ্ঞাপন, বিপণন উপাদান, ব্র্যান্ডিং (ব্যবসা এবং ট্রেডিং নাম সহ), প্যাকেজিং বা ভোক্তাদের প্রদত্ত অন্যান্য তথ্যে উপস্থিত হতে পারে।

খসড়া নির্দেশিকার লক্ষ্য গ্রীনওয়াশিং - বিভ্রান্তিকর পরিবেশগত দাবি করার প্রতারণামূলক অনুশীলন। এএসসিআই ভুল তথ্য মোকাবেলায় প্রমাণিত, তুলনীয় এবং যাচাইযোগ্য দাবির সর্বাধিক গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এর বিজ্ঞাপন-নজরদারিতে এএসসিআই দেখতে পেয়েছে যে পরিবেশগত সুবিধাগুলি জানানোর জন্য বেশ কয়েকটি শব্দ ঢিলেঢালাভাবে ব্যবহৃত হয়, যা এমন একটি ধারণা দেয় যে পণ্যটি যা তার প্রকৃত অবস্থার চেয়ে সবুজ।

প্রস্তাবিত নির্দেশিকা:

১) চরম দাবিগুলি যেমন "পরিমণ্ডল বান্ধব", "পরিবেশ-বান্ধব", "টেকসই", "গ্রহ বান্ধব" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যার অর্থ হলো যে বিজ্ঞাপনদেওয়া পণ্যটির কোনও প্রভাব নেই বা কেবল একটি ইতিবাচক প্রভাব আছে যা অবশ্যই উচ্চ স্তরের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। "সবুজ" বা "বন্ধুত্বপূর্ণ" এর মতো তুলনামূলক দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যদি বিজ্ঞাপনকৃত পণ্য বা পরিষেবা বিজ্ঞাপনদাতার পূর্ববর্তী পণ্য বা পরিষেবা বা প্রতিযোগী পণ্য বা পরিষেবাদির চেয়ে সম্পূর্ণ পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করে এবং এই ধরনের তুলনার ভিত্তি সুস্পষ্ট করে থাকে।

২) পরিবেশগত দাবিগুলি অবশ্যই বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবার সম্পূর্ণ জীবনচক্রের উপর ভিত্তি করে হতে হবে, যদি না বিজ্ঞাপনটি অন্যথায় উল্লেখ করে, এবং অবশ্যই জীবনচক্রের সীমা স্পষ্ট করতে হবে। যদি একটি সাধারণ দাবি ন্যায়সঙ্গত না হয়, তাহলে একটি পণ্য বা পরিষেবার নির্দিষ্ট দিক সম্পর্কে আরও সীমিত দাবি ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। একটি বিজ্ঞাপনকৃত পণ্য বা পরিষেবার জীবনচক্রের শুধুমাত্র একটি অংশের উপর ভিত্তি করে দাবিগুলির অবশ্যই পণ্য বা পরিষেবার মোট পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করা উচিত নয়।

৩) যতক্ষণ না এটি প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট হয়, একটি পরিবেশগত দাবির নির্দিষ্ট করা উচিত যে এটি পণ্য, পণ্যের প্যাকেজিং, একটি পরিষেবা কে উল্লেখ করে, বা শুধুমাত্র পণ্য, প্যাকেজ বা পরিষেবার একটি অংশকে বোঝায়।

৪) পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকারক উপাদানের অনুপস্থিতি তুলে ধরে কোনও পণ্য বা পরিষেবা যে পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করে সে সম্পর্কে বিজ্ঞাপনগুলির অবশ্যই ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করা উচিত নয়, একটি পরিবেশগত সুবিধা তুলে ধরে যদি সেই উপাদানটি সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক পণ্য বা পরিষেবাগুলিতে পাওয়া না যায় তবে প্রতিযোগিতামূলক পণ্যগুলি একই প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে আইনী বাধ্য বাধকতার মধ্যে আসে।

৫) শংসাপত্র এবং অনুমোদনের সীলগুলিকে প্রত্যয়নকারী দ্বারা পণ্য বা পরিষেবার কোন বৈশিষ্ট্যগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এই জাতীয় শংসাপত্রগুলি কিসের ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয়েছে তা স্পষ্ট করা উচিত। একটি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত শংসাপত্র এবং সীলগুলি একটি জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের থেকে প্রাপ্ত হতে হবে।

৬) একটি বিজ্ঞাপনের ভিজ্যুয়াল উপাদানগুলি বিজ্ঞাপনে দেওয়া পণ্য/পরিষেবা সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দেওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, লোগোগুলি প্যাকেজিংয়ে একটি পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া প্রতিনিধিত্ব করে এবং/অথবা বিজ্ঞাপন সামগ্রীতে কোনও পণ্য বা পরিষেবার পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে ভোক্তার ধারণাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

৭) বিজ্ঞাপনদাতাদের ভবিষ্যত পরিবেশগত উদ্দেশ্য সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্খী দাবি করা থেকে বিরত থাকা উচিত যতক্ষণ না তারা সেই উদ্দেশ্যগুলি কীভাবে অর্জন করা হবে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে স্পষ্ট এবং কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি করে।

৮) কার্বন অফসেট দাবির জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের স্পষ্টভাবে এবং বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করা উচিত যদি কার্বন অফসেট নির্গমন হ্রাসকে প্রতিনিধিত্ব করে যা দুই বছর বা তার বেশি সময় ধরে ঘটবে না। বিজ্ঞাপনগুলিকে সরাসরি বা এমনভাবে দাবি করা উচিত নয় যে কার্বন অফসেট একটি নির্গমন হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে যদি হ্রাস, বা হ্রাসের কারণ হওয়া ক্রিয়াকলাপটিতে আইনি পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়।

৯) পণ্যটি কম্পোস্টেবল, বায়োডিগ্রেডেবল, রিসাইকেবল, অ-বিষাক্ত, মুক্ত ইত্যাদি সম্পর্কিত দাবিগুলির জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের সেই দিকগুলিকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যেগুলির জন্য এই ধরনের দাবিগুলি আরোপিত হচ্ছে এবং পরিমাণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই ধরনের সমস্ত দাবির উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকা উচিত, যা দেখায় যে:

ক) পণ্য বা যোগ্যতাসম্পন্ন উপাদান যেখানে প্রযোজ্য প্রথাগত নিষ্পত্তির পরে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে যাবে।

খ) পণ্যটি এমন উপাদানগুলি থেকে মুক্ত যা পরিবেশগত ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

মনীষা কাপুর, সিইও এবং সেক্রেটারি-জেনারেল, এএসসিআই বলেন, "পরিবেশগত / সবুজ দাবি সম্পর্কিত এএসসিআইয়ের খসড়া নির্দেশিকাগুলি সবুজ ব্র্যান্ডগুলিকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক ভোক্তাদের কাছে একটি অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সঠিক তথ্য রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই নির্দেশিকাগুলি বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য একটি মান নির্ধারণ করে এবং ভোক্তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছতা এবং সত্যতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে। আমরা ভোক্তা, শিল্প, সুশীল সমাজের সদস্য এবং বিশেষজ্ঞদের সহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারদেরকে খসড়া নির্দেশিকাগুলির উপর তাদের প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে উৎসাহিত করি যাতে আমরা তাদের তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করতে সক্ষম হই।" পাবলিক কনসালটেশন পিরিয়ড ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত খোলা রয়েছে। প্রতিক্রিয়া contact@ascionline.in -এ ইমেলের মাধ্যমে জমা দেওয়া যেতে পারে।

প্রস্তাবিত নির্দেশিকাগুলির লিঙ্ক (যোগ করা হবে)

"ভুলে যাওয়া বাংলার রাজধানী"

একটি সঙ্গীত মুখর ভিডিও প্রকাশ, মি. প্রদীপ চোপড়া দ্বারা গাওয়া তিনটি সঙ্গীত ভিডিও উদ্ঘাটন

কলকাতা, ২০২৩, নভেম্বর ১৬ : নিউজ সারাদিন : iLEAD ও PS গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী প্রদীপ চোপড়া, একজন নতুন প্রজন্মের উদ্যমী, শিক্ষাবিদ, দানকারী এবং লেখক । মুর্শিদাবাদ কে বিশ্বের দরবারে একটি শ্রেষ্ঠ পর্যটন স্থান হিসেবে প্রচার করতে এবং এর পর্যটন স্থান গুলোর আকর্ষণকে দৃষ্টিগোচর করতে তাঁর তিনটি সঙ্গীত-ভিডিও প্রকাশ করা হলো। এই সঙ্গীত মুখর ভিডিও গুলো আজ আইলিড ক্যাম্পাসে প্রদর্শন করা হবে। আজিমগঞ্জের বারিকোঠি, নসীপুরের কাঠগোলা প্যালেস এবং আজিমগঞ্জের নদীপথে ভ্রমণের শুট করা পুরানো গানের উপর ভিত্তি করে এই ভিডিওটি তৈরী করা হয়েছে । এটি মুর্শিদাবাদ জেলার সব স্থানের একটি সম্পূর্ণ গাইড হিসেবেও কাজ করবে ও মুর্শিদাবাদের পর্যটনশিল্পকে উন্নত করতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে। "আমি আশা করছি যে লক্ষ লক্ষ দর্শক এটি সানন্দে দেখবে, যা মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে লক্ষ লক্ষ দর্শকের দরজায় পৌঁছে দেবে এবং মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে একটি উঁচু স্থান করে দেবে। যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম সৃষ্টি এবং আয়ের উৎস তৈরি করতে সাহায্য করবে" বলেছেন iLEAD এবং PS গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রদীপ চোপড়া মহাশয়। সঙ্গীত ভিডিও উদ্ঘাটনে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ঠ অতিথি-অতীতের অভিনেত্রী জারিনা ওয়াহাব এবং বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বিখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক শ্রীচিরঞ্জীত চক্রবর্তী মহাশয়।

চাকরি পুনরুদ্ধার করা উচিত: অর্ণব চ্যাটার্জী

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : আদালত ও রেল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সত্ত্বেও ১১৯২ জনের চাকরি পুনর্বহাল হয়নি। ভারতীয় জনতা মজদুর সেল কর্তৃক স্বীকৃত লিলুয়া বেলুড় কো-অপারেটিভ লেবার কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সোসাইটি লিমিটেডের সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু এবং সেই সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক বিমল মহাপাত্র আজ কলকাতায় এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, প্রধান শ্রম কমিশনার থেকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক স্থানে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অর্ণব চ্যাটার্জি এবং বিমল মহাপাত্র দাবি করেন যে তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরেশ অঙ্গদি ১৮৫ জনকে চাকরিতে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর বিষয়টি আদালতে গেলে চাকরি থেকে অপসারিত ১১৯২ জনের মধ্যে হাইকোর্ট, শ্রম আদালত ও নিজাম প্যালেসে শুনানি শেষে ৫৫০ জনকে পুনর্বহালের নির্দেশনা দেওয়া হয়। অর্ণব চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন যে ১৯৮৩ সালে, ১১৯২ রেলকর্মী ছাঁটাই করা হয়েছিল, তাই একই সংখ্যক লোককে নিয়োগ করতে হবে। ১১৯২ জন শ্রমিককে তাদের চাকরিতে ফেরত দেওয়ার জন্য এই মাসের ২২শে নভেম্বর উপরোক্ত বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে তোলা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে, উল্লিখিত নেতারা আশা প্রকাশ করেছেন যে ভারতের সংবিধান এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে যখন ৫৫০ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, তখন মোট ১১৯২ জন কর্মী হতাশ হবেন না। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেএমসী রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আয়েঙ্গার, সোসাইটির নেতা ভুবন বাগুই, সাহা সুজিত কুমার ঘোষ, সংঘমিত্রা মুখার্জি, তারক নাথ চৌধুরী, সুনি বারিক।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

পশ্চিম এশিয়ার ঘটনা থেকে নতুন চ্যালেঞ্জ উঠে আসছে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা জরুরি', আবেদন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

মঙ্গলের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ ২১ শতকের পরিবর্তিত বিশ্বে সবচেয়ে ইউনিক প্ল্যাটফর্ম। ভৌগোলিকভাবে, গ্লোবাল সাউথ সবসময় ছিল, তবে এটি প্রথমবারের মতো এইভাবে একটি কণ্ঠস্বর পেল। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা ১০০টিরও বেশি ভিন্ন দেশ, কিন্তু আমাদের একই স্বার্থ রয়েছে, আমাদের একই অগ্রাধিকার রয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন, 'গত বছর ডিসেম্বরে যখন ভারত জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিল, তখন আমরা গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির কণ্ঠস্বরকে প্রসারিত করাকে আমাদের অগ্রাধিকার বলে মনে করেছিলাম। এর পাশাপাশি ভারত বিশ্বাস করে যে নতুন প্রযুক্তি উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর নতুন উৎস হয়ে উঠবে না।

১-ম পাতার পর

কামদেবপুর হাটের জন্যই খুন পঞ্চায়েত প্রধান?

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই কামদেবপুর হাটেরই একটি দোকানে বসেছিলেন রূপচাঁদ। সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বোমার আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এই হাটের ভূমিকা বড় হয়ে উঠছে, কারণ হাটের দখলদারি নিয়ে শাসক দলের দুই পক্ষের বিবাদ ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের এক পাশে রয়েছে আমডাঙা পঞ্চায়েত আর ও উল্টো দিকে বোদাই পঞ্চায়েত। ওই হাটে বিপুল মানুষের সমাগম হয়, চলে প্রচুর টাকার লেনদেন। সেখান থেকে যে লাভ উঠে আসে, তার ভাগ নিয়েই এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই বিবাদ দীর্ঘদিনের। আর রূপচাঁদ মণ্ডল খুন হওয়ার পর আর একবার চর্চায় উঠে এসেছে সেই বিবাদ।

পারিবারিক কোনও শত্রুতা ছিল কি না, সেই দিকটাও নজরে রেখে পুলিশ। এই ঘটনার পর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একটা বিশাল টিম ঘটনাস্থলে যায়।

২ তার পর

ইডি কি আসল অপরাধীদের ধরবে? প্রশ্ন অধীর চৌধুরীর

সেখানকার মানুষ সত্য ঘটনা বলবে। সরকারি দলে মুখ পুড়বে। সরকারি দলের যাতে মুখ না পোড়ে, তার দায়িত্ব পুলিশের।আমডাঙাতে বোমাবাজিতে খুন। সর্বত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। সব কিছুই দুদিন পরে আরও স্পষ্ট হবে। এমনই মত সাংসদের। তাঁর কথায়, "আমডাঙার ঘটনা আজকে মনে হচ্ছে তৃণমূলকে মারবে কে তৃণমূলকে ছাড়া? পশ্চিমবঙ্গে যত তৃণমূল খুন হয়েছে, সবই ক্ষমতায় দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকার জন্যই। এই লড়াই চলছে।"

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অধীর বলেন, "পুলিশ অজ্ঞ সেই। পুলিশকে অজ্ঞ করে রাখছে কে? পশ্চিমবঙ্গের অজ্ঞ সিভিক পুলিশ দ্বারা কি চলবে? সিভিক পুলিশের চাকরি আমরা বিরোধিতা করছি না। যোগ্যতার মাপকাঠি কী?"

তৃণমূল দলের ভেতরে সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা বিভিন্ন স্তরে তৃণমূল দলের নেতা-নেত্রী সবাই জানে। এমনই মনে করেন অধীর চৌধুরী। রেশন কাণ্ডের দুর্নীতি নিয়ে সব জানতেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক? অধীর চৌধুরীর কথায়, "বালু যে আর কিছু বলতে বাকি রেখেছে, তা বোঝা যায় না। এখন ব্যাপার হচ্ছে দিদির কাছে কিছু অজানা তথ্য নেই। এখন ইডি প্রকৃত অর্থে অপরাধীদের ধরবে? সেটা ইডির উপর নির্ভর করছে।" ইডি কতটা পরিমাণ দিল্লির কাছ থেকে তদন্ত এবং গ্রেফতার করার স্বাধীনতা পাবে? সেই প্রশ্ন অধীরের গলায়।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

ইন্দিরা সাহিত্য পত্রিকা

বিশিষ্ট সাংবাদিক , সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা [নিউজ সারাদিন (বাংলা), আত্মশুদ্ধি (হিন্দী) , দি ইন্টারন্যাশনাল প্রেস (ইংরেজী) এবং ইন্দিরা সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা ও বিশেষ অতিথি এবারেও কলম ধরেছেন বিশেষ ব্যক্তিত্বের নানাদিক নিয়ে

ইন্দিরা সাহিত্য পত্রিকা

উত্তর চব্বিশ পরগনা , গোবরডাঙ্গা

আনন্দময় দিব্যপুরুষ

শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী-র

৫১তম আবির্ভাব তিথি উৎসব

উপলক্ষে

৫১টি গ্রামে

১৫ দিন সেবাপক্ষ উদ্‌যাপন

৫১ টি প্রত্যন্ত গ্রাম এবং আদিবাসী অঞ্চলের মানুষকে ৩০ নভেম্বর থেকে ১৫ দিন স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সেবা, খাদ্য সেবা, শীতবস্ত্র প্রদান, কম্বল প্রদান সহ নানাবিধ সেবাপ্রদান করা হবে।

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, দক্ষিণ কোমানিয়া, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর লোকাল পুলিশ দিয়ে অমানবিক অত্যাচার

(শেষ পর্ব)

গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই

স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত।আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধী দলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩১২ সংখ্যা ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ শনিবার ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

পরিচ্ছন্ন শৌচালয় অভিযানের সূচনা করলেন শ্রী পুরী

ভারতের উন্নয়নে স্বচ্ছ ভারত অভিযান যে ছাপ রেখেছে, তার তুলনা মেলা ভার। ২০১৪'য় ভারতে উন্মুক্ত শৌচকর্ম বিহীন এলাকা ছিল মাত্র ৩৭ শতাংশ, ২০১৯ সালে তা প্রায় ১০০ শতাংশে পৌঁছয়। নজির বিহীন সংখ্যায় শৌচালয় তৈরি হয়েছে এই সময়", বলেছেন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী। বিশ্ব শৌচালয় দিবস উপলক্ষে তাঁর মন্ত্রকের আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের সচিব শ্রী মনোজ যোশী, বিশ্ব শৌচালয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জ্যাক সিম, সুলভ ইন্টারন্যাশনাল, ইউনিসেফ প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিরা। প্রতি বছর ১৯ নভেম্বর দিনটি বিশ্ব শৌচালয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। এর লক্ষ্য শৌচালয় ঘিরে সেকেলে ধারনা দূর করা এবং সারা বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নত শৌচালয় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরা। ভারতের কাছে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, স্বচ্ছতা অভিযান সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুর্বিষহ পরিস্থিতি দূর করায় অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। মহিলাদের জীবনে স্বচ্ছতা অভিযান যেভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তা তুলে ধরেন শ্রী পুরী। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্নে সরকারের দায়বদ্ধতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তবে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের গতি আরও বাড়ানো দরকার বলে তিনি মনে করেন। এজন্য নাগরিক সমাজ এবং অসরকারি সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিরও সহায়তা চেয়েছেন তিনি। বিশ্ব শৌচালয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকর্তা অধ্যাপক (ডঃ) জ্যাক সিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গণশৌচালয় ব্যবস্থাপনার প্রসারের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ পরিচ্ছন্ন শৌচালয় দাবি করলে ব্যবস্থাপক সংস্থা তা পূরণ করতে বাধ্য। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই পাঁচ সপ্তাহের পরিচ্ছন্ন শৌচালয় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৯ নভেম্বর বিশ্ব শৌচালয় দিবসে, চলবে ২৫ ডিসেম্বর সুপ্রশাসন দিবস পর্যন্ত। এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিশ্ব শৌচালয় দিবস ২০২৩ -এর মূল ভাবনা 'নিরাপদ শৌচালয় ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। শহরাঞ্চলের শৌচালয়গুলিকে আরও উন্নত, আধুনিক ও পরিবেশ-বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আদর্শ শৌচালয় রূপরেখা পেশ করবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পুরসভা ও বেসরকারি সংস্থাগুলি। আবেদনপত্র পাওয়া যাবে পয়লা ডিসেম্বর থেকে অনলাইনে গুএড়া পোর্টালে। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের বিবেচনায় সেরা মডেলগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক স্বচ্ছ ভারত মিশন (নগর) দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্টনার্স ফোরামেরও সূচনা করেছে। এর লক্ষ্য শহরাঞ্চলে শৌচালয় ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করে তুলতে সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষ, বাণিজ্যিক সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে এক ছাতার নীচে আনা।

এন ডি এম সি কর্মচারী নেতা অশোক কুমারকে গ্র্যান্ড স্বাগত

সনন্ত সিং, সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি)। বলা হয় যে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন প্রয়োজন এবং তা না থাকলে কর্মচারীদের কল্যাণ সাধিত হয় না। বছরের পর বছর, কিন্তু অশোক কুমার এসব নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ লড়াই শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত সরকারকে তাদের দাবি মানতে হয়।

শ্রী কুমার তার সংগ্রামের জন্য প্রশংসিত হচ্ছেন। সুবিধাভোগী কর্মীরা তাকে সর্বত্র স্বাগত জানাচ্ছেন।তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

শ্রী কুমার বলেন, ৪৪০০ জন কর্মীকে নিয়মিত করা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

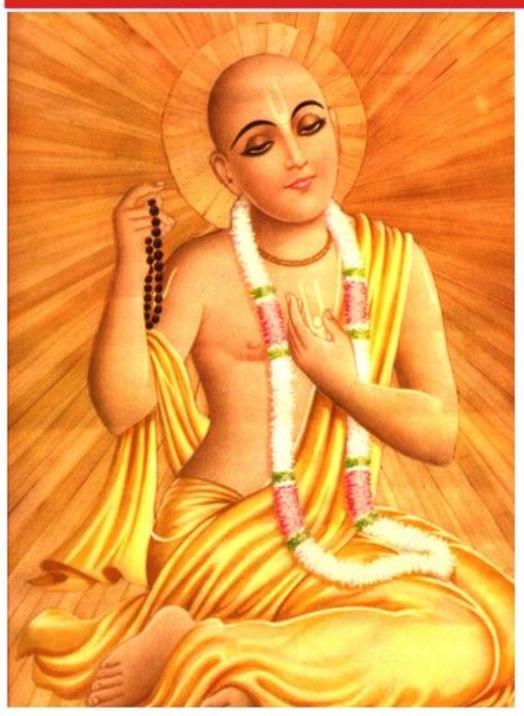

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রতাপরুদ্র বিশ্বাসঘাতক বিদ্যাধরকে শাস্তি দেননি, তাকে উচ্চতর পদ ও ধন সম্পদ দান করে তার মন জয় করতে চেয়েছেন। 'মাদলা পাঞ্জী' তে আছে "বহুত সুকৃত তাহাঙ্কু রাজা বলে।কনক স্নাহান করাইলে, বিদ্যাধর পদরে রাজা তাহাঙ্কু সাড়ী দেলে, পাত্র কলে। তাহাঙ্কু মুলে রাজা রাজ্যভার দেলে।' (মাদলা পাঞ্জী, প্রাচী সংস্করণ, পঃ ৫২-৫৩) রাজা তাকে কনক-স্নান করিয়ে 'রাজা'র পদ দান করলেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আশাপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার পটলডাঙ্গায় মামাবাড়িতে আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর বাবা পেশায় ছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, তখনকার বিখ্যাত বাংলা পত্রিকাগুলিতে তিনি ছবি আঁকতেন। তৎকালীন বিখ্যাত সি. ল্যাজারাস কোম্পানিতে নক্শা আঁকার কাজ করতেন তাঁর বাবা। মা সরলাসুন্দরী দেবীর কাছে সাহিত্যপাঠই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উপভোগ্য। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জ্ঞানপ্রকাশ লাইব্রেরি ও চৈতন্য লাইব্রেরির সদস্যা। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বাবা-মায়ের নয় সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তান ছিলেন। তাঁর চার বোন যথাক্রমে স্নেহলতা, রত্নমালা, সম্পূর্ণা ও লেখা এবং চার ভাই যথাক্রমে বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। আশাপূর্ণার আদি বাড়ি ছিল হুগলির বেগমপুরে। তবে কলকাতায় তাঁরা থাকতেন আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে। ১৯২৪ সালে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর বিয়ে হয়। তাঁদের তিন সন্তান যথাক্রমে পুষ্পরেণু, প্রশান্ত ও সুশান্ত।

আশাপূর্ণা দেবীর পড়াশোনা প্রথাগতভাবে এগোয়নি। তাঁর ঠাকুরমা নিস্তারিনী দেবীর কঠোর অনুশাসনে পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনার পথ বন্ধ ছিল। পড়াশোনা করলে মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর ঠাকুরমা কোনোদিন নারীশিক্ষাকে প্রশ্রয় দেননি এবং তাঁর দাপটের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা পরিবারে আর কারো ছিলও না। তবুও এই পরিবেশেও মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে দাদাদের পড়া শুনে শুনে তিনি নানা পাঠ আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর মা সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন একনিষ্ঠ সাহিত্য-পাঠিকা। সেই সূত্রে 'সাধনা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র', 'বঙ্গদর্শন', 'বসুমতী', 'সাহিত্য', 'বালক', 'শিশুসাথী', 'সন্দেশ' প্রভৃতি ষোলো-সতেরোটি পত্রিকা এবং দৈনিক পত্রিকা 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন আশাপূর্ণা। তাছাড়াও বাড়িতে সেযুগের সমস্ত বিখ্যাত বইয়ের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারও ছিল। সাহিত্যের এই আবহেই মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই মায়ের অনুপ্রেরণায় পড়াশোনা করেন আশাপূর্ণা দেবী।

সাহিত্য জগতে তাঁর পদার্পণ ১৯২২ সাল থেকে। তেরো কিংবা চোদ্দ বছর বয়সে তিনি 'শিশুসাথী' পত্রিকায় 'বাইরের ডাক' নামে একটি কবিতা পাঠান। এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরই তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ শুরু হয়। এটিই ছিল তাঁর লেখা প্রথম কবিতা। তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'পাশাপাশি'। 'শিশুসাথী'র পাশাপাশি 'মৌচাক', 'রংমশাল', 'খোকাখুকু' ইত্যাদি সমস্ত পত্রিকায় তিনি লিখতে থাকেন। 'খোকাখুকু' পত্রিকায় একবার 'স্নেহ' বিষয়ে কবিতা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় যেখানে আশাপূর্ণা নিজে 'স্নেহ' নামে একটি কবিতা পাঠান। এই কবিতা লেখার জন্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। মন্মথ সান্যালের অনুরোধে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম বড়োদের গল্প লেখেন তিনি। কমলা পাবলিশিং থেকে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন'

প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার জন্য সুযোগ আসে তাঁর কাছে। এমনকি 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনা থেকে শ্রী ভানু রায় তাঁকে একটি বড় উপন্যাস লেখার অনুরোধ করেন। এই সব তাগিদেই তিনি লিখে ফেলেন যুগান্তকারী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। ১৯৬৪ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা বিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম উপন্যাস এটিই। ১৯৬৫তে এই উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়। তবে তাঁর প্রথম গ্রন্থ ছিল 'ছোটঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' যা ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স পাবলিশিং থেকে। এই বইটি আসলে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় তাঁর লেখা ছোটদের গল্পসমূহের সংকলন ছিল।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে ১৭৬টি উপন্যাস। এছাড়াও ছোটগল্প সংকলন, ছোটদের বই সহ মোট তেষট্টিটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন তিনি। কবিতা, রম্য রচনা, স্মৃতিমূলক রচনায় তিনি পারদর্শিতার নিদর্শন রেখেছেন। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেগেছেন তিনি। ছোটো থেকে বড় যেকোনো বয়সের মানুষের মনেই তাঁর লেখা ছাপ ফেলেছে। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- প্রেম ও প্রয়োজন, মিত্তির বাড়ি, অগ্নিপরীক্ষা, যোগ বিয়োগ, ছাড়পত্র, নবজন্ম, সমুদ্র নীল আকাশের নীল, নদী দিকহারা, মেঘ পাহাড়, তিন ছন্দ, নির্জন পৃথিবী, কল্যাণী, শশীবাবুর সংসার প্রভৃতি। সমাজে মেয়েদের অবরোধ, বন্দীদশা ঘোচাতে তাঁর উদ্বেগ ছিল মাত্রাধিক। তিনি দেখেছেন সমাজে সর্বত্রই নারীর অনধিকারের অস্তিত্ব আর এই অনধিকারের প্রশ্ন থেকেই তিনি লেখেন ট্রিলজি- 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' এবং সবশেষে 'বকুলকথা' যা আজও সমাদৃত। তিনটি যুগের চিত্র যেন তিনটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে এই লেখাগুলিতে। আবার সর্বত্রই মেয়েদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেননি তিনি, ঠিক এবং ভুলের তফাতটুকু তুলে ধরেছেন তিনি। এক জায়গায় লিখছেন, 'মেয়েরা সবের প্রতিই বড় বেশি আসক্ত। তুচ্ছ বস্তুর প্রতিও আসক্তি। আবার মানুষের প্রতিও এক ধরনের তীব্র আসক্তি। স্বামী-সন্তান এরা একান্তই 'আমার হোক'। ...যত দিন না তারা এই 'আসক্তি' ত্যাগ করতে পারবে, ততোদিন মুক্তি আসবে না। তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার সাহিত্যচিন্তা', প্রভৃতি।

তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ছিন্নমস্তা' যেখানে নতুন যুবতী বউয়ের ছেলেকে ক্রমশ দখল করে নেওয়ার রাগে একমাত্র সন্তানের মৃত্যুকামনা করে বসে বিধবা মা জয়াবতী। আবার 'স্থিরচিত্র' গল্পটিতে বিমান দুর্ঘটনায় সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া একমাত্র ছেলের মৃত্যুসংবাদে শোকে পাথর মা ছেলের চিঠি পেয়ে যখন জানতে পারেন দুর্ঘটনায় চার হাত পায়ের তিনটিই সে হারিয়েছে, তখন তিনি অপরিচিত অদ্ভুত জীব হিসেবে তাঁকে কল্পনা করেন। এভাবেই তাঁর লেখা 'কসাই', 'পদাতিক', 'ভয়', 'ইজিচেয়ার' ইত্যাদি ছোটগল্পগুলিতে চেনা সম্পর্কের ওপরে সাঁটা অদৃশ্য মুখোশগুলো তিনি খুলে দিতে চেয়েছেন। ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্পগুলি অনূদিত হয়েছে। হিন্দির পাশাপাশি ওড়িয়া, মালয়ালম, অসমিয়া, মারাঠি এবং ইংরেজিতেও তাঁর লেখার অনুবাদ হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা সব থেকে বেশি অনূদিত উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' যা প্রথম ১৯৭২ সালে হিন্দিতে অনূদিত হয়। তাঁর 'শশীবাবুর সংসার', 'যোগবিয়োগ', 'কল্যাণী', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'ছায়াসূর্য', 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল কথা', 'বলয়গ্রাস' ইত্যাদি উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। হিন্দিতে 'অগ্নিপরীক্ষা' অবলম্বনে উত্তমকুমার অভিনীত বিখ্যাত ছবি 'ছোটি সি মুলাকাত'। পরিসংখ্যানের বিচারে ১৭৯টি উপন্যাস, ৩২টি ছোটগল্প সংকলন, ৪৯টি ছোটদের বই লিখেছেন আশাপূর্ণা। এগুলির মধ্যে ১৬টি উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, ৭টি উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। অনুবাদের মধ্যে ৪৯টি উপন্যাস হিন্দিতে, ১টি অসমিয়ায়, ওড়িয়া ভাষায় ৪টি, মালয়ালম ভাষায় ৫টি এবং ইংরেজিতে ২টি উপন্যাসের অনুবাদ হয়েছে এখনও পর্যন্ত। আশাপূর্ণা সম্মানিত হয়েছিলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারসহ দেশের একাধিক সাহিত্য পুরস্কার, অসামরিক নাগরিক সম্মান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিতে। বিশ্বভারতীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দেশিকোত্তম' থেকে অজস্র সম্মানিক ডক্টরেট আর সোনার মেডেল পেয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৬ সালে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য তাঁকে প্রদান করে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সম্মান রবীন্দ্র পুরস্কার । ১৯৫৪ সালে তিনি 'লীনা পুরস্কার' পান। ১৯৬৩ সালে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' অর্জন করেন । ১৯৭৬ সালে তিনি 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' পেয়েছেন এবং একই বছর তিনি 'পদ্মশ্রী'তে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই আশাপূর্ণা দেবীর মৃত্যু হয়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

যে কারণে মুখ ঢেকে 'টাইগার ৩' দেখলেন অর্জুন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকাদের মধ্যে রেষারেষির পরম্পরা দীর্ঘ দিনের। সাফল্যের নিরিখে হোক বা সম্পর্কের টানাপড়েন, একাধিক রেষারেষির সাক্ষী থেকেছে ভারতীয় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। এক সময় চিড় ধরেছিল শাহরুখ খান ও সালমান খানের বন্ধুত্বেও। আবার কারিনা কাপুর ও কাজলের সঙ্গে সময়ে সময়ে কথা বন্ধ ছিল করন জোহরের। যদিও সেই সবই এখন অতীত। তবে এখনও নিজেদের ঝগড়া মিটিয়ে উঠতে পারেননি সালমান খান ও অর্জুন কাপুর। বলিউডে কানাঘুষা, এখনও নাকি অর্জুনকে তেমন পছন্দ করেন না ভাইজান। এদিকে সালমানের মান ভাঙানোর জন্য নাকি উঠেপড়ে লেগেছেন অর্জুন। এমনকি, নিজের মুখ প্রায় ঢেকে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে 'টাইগার ৩' ছবি দেখলেন তিনি।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কালো পোশাক ও টুপি পরে প্রেক্ষাগৃহে বসে সালমানের ছবি দেখছেন অর্জুন। 'টাইগার ৩' দেখে ফেলেছেন বটে, তবে এখনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় ছবি নিয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করেননি বনি-পুত্র। তবে বলিপাড়ায় কানাঘুষা, সালমানের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরানোর জন্য নাকি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তিনি।

সালমানের বোন অর্পিতা খান শর্মার সঙ্গে এক সময় প্রেম করতেন অর্জুন। কিন্তু সেই প্রেম বেশি দিন টেকেনি। সালমানের একটি ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় থেকেই নাকি তাদের প্রেমের সূত্রপাত। অভিনেতা নয়, প্রথমে পরিচালক হতে চেয়েছিলেন অর্জুন। সালমানই নাকি তাকে অভিনয়ের দিকে ঠেলে দেন। নিজের কর্মজীবনে তো বটেই, নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও সালমানকে নিজের বাবার মতো মনে করতেন অর্জুন। তবে অর্পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে তাদের সমীকরণ পাল্টে যায়। তিক্ততা আরো বাড়ে, দীর্ঘ দিন পরে যখন অর্জুন মালাইকা অরোরার প্রেমে পড়েন। সালমানের ভাই আরবাজ খানের স্ত্রী ছিলেন মালাইকা। শোনা যায়, অর্জুনের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ার পরেই আরবাজের সঙ্গে নাকি বিচ্ছেদ হয় মালাইকার। একবার নয়, দু'বার সালমানের কাছের মানুষের মন ভেঙেছেন অর্জুন। তার পর থেকেই অর্জুনের উপর ক্ষেপে আছেন ভাইজান। এমনকি অনুষ্ঠানেও নাকি বনি-পুত্রকে রীতিমতো এড়িয়ে চলেন সালমান।

এবার এক সিনেমায় শাহরুখ-বিজয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণের পরিচালক অ্যাটলি কুমার পরিচালিত শাহরুখ খান অভিনীত 'জওয়ান' সিনেমাটি ইতোমধ্যে বাজিমাত করেছে। বক্স অফিসে ১১০০ কোটির ওপর ব্যবসা করে ছবিটি। বড় অঙ্কের লাভ হয় প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিসের। জওয়ান মুক্তির আগে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল থালাপতি বিজয় এই সিনেমার অংশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই নিয়েও চলেছিল বেশ চর্চা। তবে ছবি মুক্তির পর অনেকেটাই হতাশ হয়েছিলে বিজয় ভক্তরা। যাদের মনে শাহরুখ আর বিজয়কে একসঙ্গে পর্দায় দেখার ইচ্ছে ছিল, সুখবর তাদের জন্য। পরের ছবি নিশ্চিত করলেন অ্যাটলি। তা বিজয় আর শাহরুখকে নিয়েই।

চেন্নাইতে জওয়ানের শুটিং করার সময় অ্যাটলির জন্মদিনে এসেছিলেন শাহরুখ ও বিজয় দুজনেই। এই সময়টাতে বিখ্যাত গান জিন্দা বান্দার শুটিংও করেন তারা। তাদের ছবি দেখে উৎসাহ পেয়েছিল ভক্তরা।

টিভি প্রেজেন্টার ও ইউটিউবার গোপীনাথকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলতে শোনা গিয়েছিল, তিনিই ফোন করেন ও আমন্ত্রণ জানান বিজয়কে। রাজিও হন দক্ষিণের ওই সুপারস্টার। আর সেখানে এসে শাহরুখ খান আর থালাপতি বিজয় নিজেদের মধ্যেই কথা বলে নেয়। তারপর ডাক পড়ে অ্যাটলির। শাহরুখ অ্যাটলিকে বলেন, সে যদি দুটো হিরো নিয়ে কোনো ছবি ভেবে থাকে তাহলে তারা দুজন করতে রাজি। পাশ থেকে হ্যাঁ বলে দেন বিজয়ও। অ্যাটলি জানিয়েছেন, আমি জোর কদমে স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজ করে চলেছি। সব ঠিক থাকলে আমার পরের সিনেমা এই দুই তারকাকে নিয়েই হবে।

প্রসঙ্গত, ডিসেম্বরে ডাঙ্কি মুক্তির পর শাহরুখ খান কোনো প্রজেক্টে হাত দেবেন না নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। যশরাজের পক্ষে তাদের দুই গুপ্তচর টাইগার ভার্সেস পাঠান সিনেমাটি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৪ সালেই যা ফ্লোরে যাওয়ার কথা। স্বভাবতই এত বড় মাপের ছবি বানানো যেমন খরচসাপেক্ষ তেমনই সময়সাপেক্ষ। ১-২ বছর লাগবে ছবি মুক্তি পেতে। আর শাহরুখ যদি অ্যাটলির ছবিতে আগে কাজ শুরু করে দেন তাহলে হয়তো আরও খানিকটা পিছিয়ে যেতে পারে টাইগার ভার্সেস পাঠান।

সত্যি কি সালমানের সঙ্গে অতীতের তিক্ততা কমেছে ঐশ্বরিয়ার?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত কয়েক মাস ধরে বলিপাড়ায় কানাঘুষা চলছে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে চিড় ধরেছে ঐশ্বরিয়া রাইয়ের। চলতি মাসের প্রথম দিকে নিজের ৫০তম জন্মদিন একাই কাটিয়েছিলেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। মেয়েকে নিয়ে বিশেষ এই দিনটি কাটান ঐশ্বরিয়া।

এছাড়া সম্প্রতি পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্রর দীপাবলির পার্টিতেও অভিষেকহীন ছিলেন ঐশ্বরিয়া। তবে সেই পার্টিতে একই ছাদের তলায় দেখা গিয়েছিল তার সাবেক প্রেমিক সালমান খানকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল এমন একটি ভিডিও যা দেখে মনে হয়েছিল, একে অপরকে পার্টিতে জড়িয়ে ধরেছেন দুই প্রাক্তন। যদিও পরে জানা যায়, সেই ভিডিও'র নারী আদতে ঐশ্বরিয়া ছিলেন না। তবে কানাঘুষো, ভাইজানের সঙ্গে নাকি অতীতের তিক্ততা কিছুটা হলেও কমেছে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর। কিন্তু এটা 'দুষ্টু লোক'দের রটনা কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, প্রকাশ্যে সালমান বা ঐশ্বরিয়া, কেউই তাদের অতীত নিয়ে কথা বলেন না।

উল্লেখ্য, নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে সঞ্জয় লীলা ভন্সালী পরিচালিত 'হম দিল দে চুকে সনম' ছবিতে কাজ করার সময় সম্পর্ক তৈরি হয় সালমান ও ঐশ্বরিয়ার মধ্যে। তবে সেই সম্পর্কের আয়ু ছিল মাত্র বছর চারেক। শোনা যায়, সম্পর্কে থাকাকালীন নাকি ঐশ্বরিয়াকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে হেনস্থা করেছিলেন সালমান। ২০০৪ সালে সেই সম্পর্কে ইতি টানেন ঐশ্বরিয়া।

সামান্থার এই পিঠখোলা পোশাকের মূল্য ৭ লাখেরও বেশি!

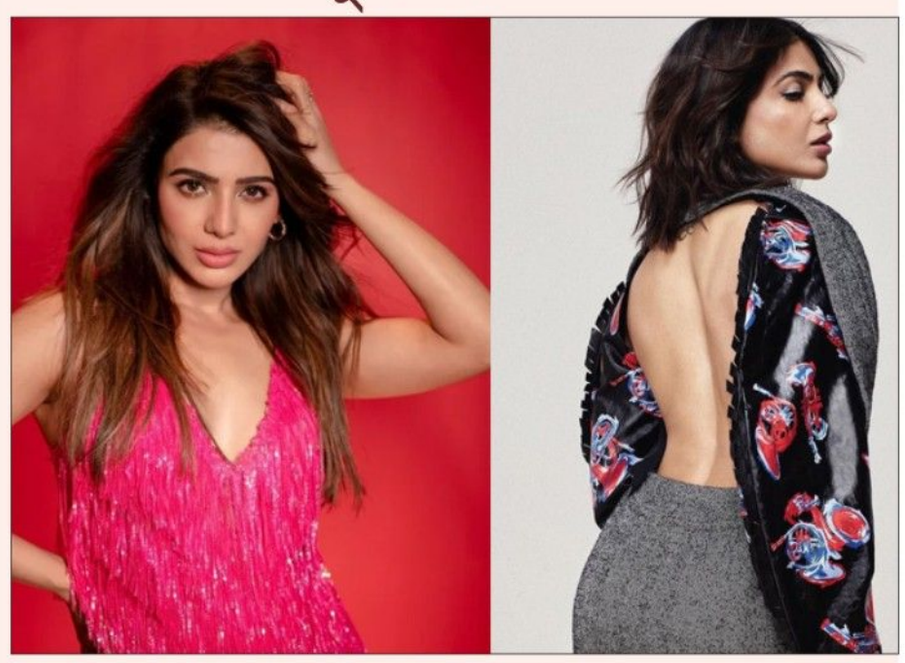

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু কয়েক দিন আগে ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন। তাতে তাকে রাউন্ড শোল্ডার টিউব ড্রেসে দেখা যায়। মূলত, ভারতীয় একটি ব্যান্ডের ফটোশুটের ছবি এটি। পিঠখোলা পোশাকে প্রিয় অভিনেত্রীকে দেখে ভূয়সী প্রশংসা করছেন অনুরাগীরা।

ছবির ক্যাপশনে অনেকে তাকে 'আগুন' বলে মন্তব্য করেছেন।

বলিউড শাদিস ডটকম জানিয়েছে, সামান্থার পিঠখোলা পোশাকটি প্রস্তুত করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল ফরাসি ব্র্যান্ড লুই ভিতোঁর। ওলের তৈরি এ পোশাকের বর্তমান মূল্য ৬ হাজার ৫৫০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭ লাখ ২১ হাজার টাকার বেশি।

সামান্থা রুথ প্রভু অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'কুশি'। গত ১ সেপ্টেম্বর মুক্তি পায় এটি। তেলেগু ভাষার এ সিনেমায় তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন বিজয় দেবরকোন্ডা। এটি পরিচালনা করেছেন শিবা নির্ভানা। বক্স অফিসে সিনেমাটি খুব একটা ভালো করতে পারেনি।

গত বছরের অক্টোবরে সামান্থা জানান, মায়োসাইটিস নামে এক জটিল রোগে ভুগছেন তিনি। চিকিৎসার জন্য বর্তমানে অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন। তবে তার হাতে এখন 'চেন্নাই স্টোরিজ' নামে একটি হলিউড সিনেমার কাজ রয়েছে।

রচিনের নাম কি

রাহুল ও শচীনের নামানুসারে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছেন ২৩ বছর বয়সী বাঁ-হাতি ব্যাটার রচিন রবীন্দ্র। বাঁ-হাতি এই স্পিন অলরাউন্ডার আসরের তৃতীয় সর্বোচ্চ ৫৬৫ রান করেছেন। সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষেও দল তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। নিউজিল্যান্ডের পোস্টারবয় হয়ে ওঠা এই রচিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এমনকি তার দাদী এখনও ভারতে বসবাস করেন। তবে ইঞ্জিনিয়ার বাবা ১৯৯০ সালে ক্যারিয়ারের খোঁজে পাড়ি জমান নিউজিল্যান্ডে। ১৯৯৯ সালে জন্ম রচিনের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন সময় দাবি করা হয়েছে, রচিনের বাবা রবি কৃষ্ণামূর্তি ভারতের দুই কিংবদন্তি ব্যাটার রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন টেন্ডুলকারের ভক্ত ছিলেন। তাদের নামের শুরু ও শেষের অংশ নিয়ে ছেলে রচিনের নাম রেখেছেন। দাবি করা হয়েছে যে, রাহুল দ্রাবিড়ের 'র' এবং শচীন টেন্ডুলকারের 'চীন' নিয়ে রচিন নামকরণ হয়েছে। তবে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের বাবা কৃষ্ণামূর্তি ওই দাবি সত্য নয় বলে জানিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যম দি প্রিন্টকে তিনি বলেছেন, 'রচিনের জন্মের সময় আমার স্ত্রী নাম প্রস্তাব করে। আমরা নাম নিয়ে আলোচনা করে বেশি সময় খরচ করিনি। রচিন নামটা সহজ ছিল, ছোট ছিল, সহজে উচ্চারণ করা যায়। সেজন্য এই নামটাই রাখা হয়।'

তবে নাম রাখার কয়েক বছর পরে তারাও আবিষ্কার করেন যে, রাহুল ও শচীনের নামের মিক্স রচিন, 'নাম রাখার ক'বছর পরে আমরা তার নামে রাহুল ও শচীনের মিক্স টের পাই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সঙ্গে মিল করে নাম রাখা হয়নি। এমনকি ছেলেকে ক্রিকেটার বানাব এমন ইচ্ছে থেকেও ওই নামকরণ নয়।'

রোনালদোর যে উপহার

কাউকে ছুঁতেও দেন না রাশফোর্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ড ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা মার্কোস রাশফোর্ডের খুবই পছন্দের ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ২০২১ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডে দু'জন একসঙ্গে খেলেছেন। এরপর বিচ্ছেদও হয়ে গেছে তাদের। সতীর্থ হওয়ার আগে রোনালদোর কেবল অন্ধ ভক্ত ছিলেন রাশফোর্ড। ২০১৮ সালে ইংলিশ স্ট্রাইকার রাশফোর্ডকে একটি উপহার দিয়েছিলেন পর্তুগিজ যুবরাজ। যে উপহারটি তার ব্যবহার করতে খুব হচ্ছে করে। কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজেই তা ব্যবহার করেন না। কাউকে ছুঁতে দেওয়া তো দূরের কথা। রোনালদোর দেওয়া সেই উপহারটি হলো এক জোড়া জুতো। রাশফোর্ড বলেছেন, 'কেউ ওটা ছুঁতেও পারবে না। তিনিই আমার বেড়ে ওঠার বয়সের সবচেয়ে প্রিয় ফুটবলার। তিনি আমাকে এক জোড়া জুতো দিয়েছিলেন। আমার ওটা খুব পরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পরার পরে যদি কোন ঝামেলা হয়ে যায়! সেজন্য ওটা থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

রাশফোর্ড জানিয়েছেন, রোনালদো তাকে যে জুতো জোড়া উপহার দিয়েছিলেন তা নাইকি এয়ার ম্যাক্স ৯৭ মডেলের লাল রংয়ের। ওই সময় বাজার দর ছিল ২০ হাজার টাকার মতো। তবে আবেগের দিক থেকে তা অমূল্য।

বিশ্বকাপে ৯ গোলে

বড় জয় ব্রাজিলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হার দিয়ে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের মিশন শুরু করেছিল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। তবে প্রথম ম্যাচে হোঁচট খাওয়ার পর সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় জয়ে প্রতিপক্ষকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করেছে সেলেসাওরা।

১৪ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে 'সি' গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নিউ ক্যালেডোনিয়ার মুখোমুখি হয় ব্রাজিল। এই ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে গুনে গুনে ৯ বার বল জড়ায় তারা। জবাবে একবারও গোলের দেখা পায়নি নিউ ক্যালেডোনিয়া। শেষ পর্যন্ত ৯-০ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে নেইমারের উত্তরসূরিরা।

প্রথমের ২৮তম মিনিটে প্রথম জালের দেখা যায় সেলেসাওরা। এরপর ম্যাচের ৩৯, ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫৫, ৬১, ৮৬ ও ৯৪তম মিনিটে গোল করে বিশ্ব ফুটবলের পরাশক্তিরা।

ব্রাজিলের হয়ে কাউয়া ইলিয়াস হ্যাটট্রিক করেন। এ ছাড়া দুটি গোল করেন রায়ান।

এর আগে গত ১১ নভেম্বর এশিয়ার পরাশক্তি ইরানের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছিল ব্রাজিল।

ব্রাজিলের পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। ফিফা প্লাস ওয়েবসাইটে দেখা যাবে ম্যাচটি।

বিশ্বকাপে

নজরকাড়া নবীনরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গ্রুপ পর্ব শেষে আজ বাদে কাল শুরু হবে সেমির লড়াই। প্রায় পাঁচ সপ্তাহব্যাপী প্রথম পর্বের ৪৫ ম্যাচে অনেকেই দুর্দান্ত দাপট দেখিয়েছেন, আবার অনেকেই ফ্লপ। বিরাট কোহলি-অ্যাডাম জাম্পাদের মতো অভিজ্ঞদের সঙ্গে এবারের আসরে রাচিন রবীন্দ্রর মতো নবীনও দাপট দেখিয়েছেন। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিতে আসার পেছনে নবীনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এই বিশ্বকাপের চমকই বলা যায় রাচিন রবীন্দ্রকে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এ কিউই তরুণ বাঘা বাঘা ব্যাটারদের পেছনে ফেলে রান সংগ্রাহকদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন। বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য ছন্দে ব্যাট করছেন ২৩ বছরের এ তরুণ। ৯ ম্যাচে ৩টি সেঞ্চুরিসহ রাচিনের সংগ্রহ ৫৬৫ রান। তাঁর সামনে আছেন বিরাট কোহলি ও কুইন্টন ডি কক। ওপেন করতে নেমে প্রায় প্রতি ম্যাচেই ঝড় তুলছেন রাচিন। বল হাতেও অবদান রাখছেন তিনি। বাঁহাতি স্পিনে ৫টি উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র। ১৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ের সেমিতে এই ভারতীয়ই হতে পারেন রোহিত-কোহলিদের ফাইনালে ওঠার পথে প্রধান বাধা। অথচ তাঁর ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে চলতি বছরের মার্চে। বিশ্বকাপের আগে ১২ ওয়ানডেতে মাত্র একটি হাফ সেঞ্চুরি ছিল তাঁর। এর মধ্যে বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপে শুরু করেন তিনি রাজকীয়ভাবে, সেঞ্চুরি দিয়ে। বিশ্বমঞ্চে নতুন এক তারকার জন্ম হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার দাপটের পেছনেও দুই তরুণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা হলেন দুই পেসার মার্কো ইয়ানসেন ও জেরাল্ড কোয়েটজি। দু'জনই ২৩ বছর বয়সী। কোয়েটজি ৭ ম্যাচে ১৮ উইকেট নিয়ে বোলারদের তালিকায় আছেন তৃতীয় স্থানে। ইয়ানসেন ৮ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়ে আছেন ষষ্ঠ স্থানে। অথচ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে এ দু'জন হয়তো জায়গাই পেতেন না। আনরিখ নরখিয়া ও সিসান্দা মাগালা চোটের কারণে ছিটকে গেলে সুযোগ পান তারা। পড়ে পাওয়া এ সুযোগকে দারুণভাবে কাজে লাগান ইয়ানসেন ও কোয়েটজি। তবে বিশ্বকাপে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে ইয়ানসেনের। ২.০৬ মিটার উচ্চতার এ পেসার মূলত টেস্ট স্পেশালিস্ট। মাঝেমধ্যে ওয়ানডে খেললেও অলরাউন্ডার হিসেবে দলে জায়গা পেতেন। তবে নরখিয়া চোটে পড়ার পর এই বিশ্বকাপে নতুন বলে আক্রমণ শুরুর দায়িত্ব পান তিনি। এখন পর্যন্ত কাজটা দারুণভাবে করছেন ইয়ানসেন। শ্রীলঙ্কার দিলশান মাদুশঙ্কাও অনেকটা কপাল গুণে বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছিলেন প্রথম সারির চার পেসার অসুস্থ থাকায়। কিন্তু শ্রীলঙ্কা চরম ব্যর্থ হলেও ২৩ বছর বয়সী এ পেসার চমক দেখিয়েছেন। ৯ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তিনি। ২৩ বছর বয়সী ডাচ পেসার বাস ডি লিডও ভালো করেছেন। ৯ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়ে বোলারদের তালিকায় দশম স্থানে আছেন তিনি। ব্যাটারদের তালিকায় আফগান ওপেনার ইব্রাহিম জাদরানও ভালো করেছেন। এবারের বিশ্বকাপে আফগানদের উত্থানের পেছনে ২৩ বছর বয়সী এ ওপেনারের অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। ৯ ম্যাচে ৩৭৬ রান করেছেন তিনি। এর চেয়েও বড় বিষয় হলো, বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান তিনি।

মেসিদের বিপক্ষে উরুগুয়ে দলে

ফিরলেন সুয়ারেজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় উরুগুয়ে। এরপর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে দেশটির সেরা ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ। অবশেষে অপেক্ষা ফুরিয়েছে এই ফুটবলারের। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়া ম্যাচের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন তিনি। এই সপ্তাহে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ৩৬ বছর বয়সী এই তারকা ফুটবলারকে দলে রেখেছেন বিয়েলসা।

সাম্প্রতিক ক্লাব ফুটবলে দারুণ ছন্দে আছেন সুয়ারেজ। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব গ্রেমিওর হয়ে এবার ২৯ ম্যাচে করেছেন ১৬টি গোল। গত বছর কাতারে বিশ্বকাপ থেকে গ্রুপ পর্বে বিদায় নেওয়ার পর আগামী বৃহস্পতিবার আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটি হবে জাতীয় দলের হয়ে তার প্রথম।

আর্জেন্টিনা এখন পর্যন্ত বাছাই পর্বের চারটি ম্যাচই জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পরেই অবস্থান করছে সুয়ারেজের দল। অবশ্য সমান ৭ পয়েন্ট ভেনেজুয়েলা ও ব্রাজিলেরও। গোল ব্যবধানে এগিয়ে আছে উরুগুয়ে।

স্টোকসকে ছেড়ে দিচ্ছে চেন্নাই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সর্বশেষ মিনি অকশানে বেন স্টোকসকে ১৬ কোটি ২৫ লাখ রুপি দিয়ে কিনেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। ধোনির দল আসরের চ্যাম্পিয়ন হলেও স্টোকস ঠিক সেরাটা খেলতে পারেননি। কারণ ইনজুরি। ওই ইনজুরির কারণে স্টোকস আগামী মৌসুমের আইপিএলে খেলতে পারবেন না। বিষয়টি বিবেচনা করে স্টোকসকে ছেড়ে দিচ্ছে সিএসকে। ওয়ানডে ফরম্যাটকে বিদায় বললেও বেন স্টোকস অবসর ভেঙে ভারতে বিশ্বকাপ খেলেছেন। তবে হাঁটুর ইনজুরি ছিল তার। যে কারণে বিশ্বকাপ শেষেই হাঁটুর অস্ত্রোপচার করাবেন তিনি। খেলতে পারবেন না মার্চ-এপ্রিলের আইপিএলে। স্টোকস আইপিএলে খেলতে পারলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো না বলে উল্লেখ করেছেন সিএসকে ম্যানেজমেন্ট, 'স্টোকস আইপিএলে খেলতে পারলে আমরা তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতাম না। কারণ তিনি বড় ম্যাচের খেলোয়াড়।'

সিএসকে জানিয়েছে, তাকে ছেড়ে না দিলে নিলামে দলের ১৬ কোটি রুপির বাজেট কমে যাবে। তারা ওই বাজেটে মানসম্পন্ন ক্রিকেটার নিতে পারবেন।

এক শর্তে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবেন মেসি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসির বয়স হয়ে গেছে ৩৬ বছর। কাতারেই তাই এই কিংবদন্তি শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন বলে মনে করা হয়। বিশ্বকাপ জিতে তার সোনালি ক্যারিয়ারের সকল অপ্রাপ্তিও ঘুচিয়েছেন। মেসিও বলেছেন, ক্যারিয়ারে তার আর কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। বিশ্বকাপের আগে এবং পরে একাধিক সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছেন, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যৌথভাবে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন না। অনেকে মনে করেন, আগামী বছরের কোপা আমেরিকা খেলে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার মেসি। তবে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি বিশ্বাস করেন মেসি আগামী বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন। এমনকি মেসির জন্য নাম্বার টেন জার্সি তুলে রাখবেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এবার আর্জেন্টিনার লেফট ব্যাক নিকোলাস ত্যাগলিয়াফিকো জানিয়েছেন, একটা শর্ত পূরণ হলে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবেন মেসি। কী সেই শর্ত তাও জানিয়েছেন ত্যাগলিয়াফিকো। সেটা হলো, যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকার জেতা। ব্রাজিলে কোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ওই শিরোপা ধরে রাখতে পারলেই নাকি বিশ্বকাপে যাবেন লিও। লা নেশনকে ত্যাগলিয়াফিকো বলেছেন, '২০২৬ বিশ্বকাপে যাওয়ার জন্য মেসির চাবিকাটি কী জানেন? আগামী বছরের কোপা আমেরিকা জেতা। আমরা যদি কাতারে বিশ্বকাপ না জিততাম, বিশ্বকাপের পরই মেসি অবসর নিত। বিশ্বকাপ জেতায় এখন সে দলের সঙ্গে খেলে যাওয়া উপভোগ করতে চান। ঠিক একইভাবে, আগামী কোপা আমেরিকা জিতলে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR